যায়যায়দিন

তারিখ AUG. 1-0 2006
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৮

ফেল করেও পাস

নিয়ম ভেঙে পদোন্নতি পেতে যাচ্ছেন অযোগ্য শিক্ষকরা, প্রতিবাদে আজ মানববন্ধন

আতিক রহমান পূর্ণিয়া

কেউ পরীক্ষা দেননি, কেউ দিয়েও ফেল করেছেন, আবার কেউ পরীক্ষায় নকলের দায়ে বহিষ্কৃত হয়েছেন; কিন্তু তবু তারা পদোন্নতি পেতে যাচ্ছেন। সরকারি শিক্ষকদের পদোন্নতির পরীক্ষাকে এভাবে অর্থহীন আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত করতে যাচ্ছে সরকারের একটি সিদ্ধান্ত। শিক্ষকদের প্রতিবাদ ও আন্দোলন উপেক্ষা করে অযোগ্যদের এভাবে পদোন্নতি দেয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। বিষয়টি এখন কেবল সরকারি আদেশ জারির অপেক্ষায়।

যে প্রক্রিয়ায় অযোগ্য সরকারি শিক্ষকরা পদোন্নতি পেতে যাচ্ছেন সেটির নাম বিভাগীয় প্রমার্জন (একজেম্পশন)। প্রভাষক থেকে সহকারী শিক্ষক পদে পদোন্নতি লাভের ক্ষেত্রে পরীক্ষায় বসে তাতে উত্তীর্ণ হওয়া চাকরিবিধি অনুযায়ী বাধ্যতামূলক হলেও ১৯৯১ সালে বিভাগীয় প্রমার্জনের আশ্রয়ে কয়েকজনকে বিশেষ বিবেচনায় পদোন্নতি দেয়া হয়েছিল। একবারই এ সুযোগ দেয়ার কথা বলা হলেও প্রক্রিয়াটি এখনো টিকিয়ে রাখা এবং সেটি প্রয়োগের চেষ্টা চলছে। পদোন্নতির অযোগ্য শিক্ষকরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে প্রভাব খাটিয়ে প্রমার্জন প্রাপ্তি প্রায় নিশ্চিত করে

পৃ২ // ক৬

ফেল করেও পাস

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ফেলেছেন। প্রমার্জন প্রক্রিয়া বন্ধের দাবিতে প্রায় তিন মাস ধরে আন্দোলনরত সরকারি শিক্ষকরা আজ বৃহস্পতিবার শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুকের সঙ্গে আলোচনায় বসছেন। এছাড়া বিসিএস শিক্ষা ক্যাডার সমিতির ব্যানারে শিক্ষকরা আজ শিক্ষা ভবন ঘিরে মানববন্ধনও করবেন। গত এক মাসের মধ্যে সরকারি কলেজগুলোতে কয়েক ধাপে আট দিন কর্মবিরতি পালিত হয়েছে। পাঁচ দিনের টানা ধর্মঘট আজ শেষ হচ্ছে। এছাড়া শিক্ষকরা প্রতীকী কর্মবিরতি, কালোব্যাজ ধারণ, স্মারকলিপি প্রদানসহ মিছিল-সমাবেশ করছেন। শিক্ষকরা এ প্রক্রিয়া বন্ধের দাবিতে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছেন। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ইফতেখার আহমদ খান যায়যায়দিনকে বলেন, এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অসাধু ও সুবিধালোভী কর্মকর্তাদের প্রমার্জন দিলে শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়াটি প্রশ্নবিদ্ধ হবে। সে সঙ্গে প্রায় আড়াই হাজার কর্মকর্তার আইনানুগভাবে